উত্তরে থাকো মৌন

BANGLADARSHAN.COM

বিষ্ণু দে

উত্তরে থাকো মৌন

উত্তরে তুমি সর্বদা থাকো মৌন।

হয়তো বা ভাবো। সঠিক বলাই শক্ত।
কেন তুমি ভাবো; এ আকুতি শুধু যৌন?

হতে পারে তাই। আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য
কেন তুমি বাছো কোন্‌টা মুখ্য গৌণ?
তা কি খুঁজে পাবে? এই প্রেম অবিভক্ত।

বিশ্বেই বাঁচে চৈতন্যের প্রণয়–
মানবিক গানে, আমাদেরই দোতারায়।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
নামকীর্তনে আত্মদানের প্রলয়।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, চিরায়ুষ্মতী তন্বী!
তাই আদিকাল থেকে বাঁচি অনুরক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

তুমিই বাহুতে হিম হৃদয়ের বহ্নি।
তুমিই প্রাণের সত্তা, সূর্যে সত্য॥

আপাতত গ্লানির বর্ষায়

একি ক্ষয়িষ্ণুতা? নাকি চৈতন্যেই অতিসার রোগী?
দিনরাত্রি বিরাগ, বিতৃষ্ণা? কদাচিৎ প্রতিবাদ?
জানি, ব্যক্তিগত নয়, দেশ, দুনিয়াই ভুক্তভোগী,
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেই,–বিবিক্তিরই মানসে বিবাদ?

নবযুবকের মুখে বোলচাল উড়োভাবে শুনি,
আধা দেশী, কিছু মিশ্র দ্রো–আঁশলা বিদেশী বা আজগুবি।
কত সান্ধ্য তরলতা! (অস্তমিত আমাদের রবি?)

উচ্চণ্ড বেসুরে কানে মনে-প্রাণে শুকনো সুরধুনী?

এ রকম দুর্বিপাকে মাঝে মাঝে হয়তো বা ঘটে
–কোনো দৈব কারণে না, নিতান্তই মানবত্বে হেয়,
অর্থমনর্থমে ঘৃণ্য মুনাফায় মেদের সংকটে–
সত্তার কর্কটে ভোগে, ভুলে যায় কিবা শ্রেয় প্রেয়।

BANGLADARSHAN.COM

পরন্তু মানুষ তো, তাই জীবনেই দায়িত্ব অর্সায়–
আসন্ন শরতে, বা নবান্নে, আপাতত গ্লানির বর্ষায়॥

স্বপ্ন দিনমান

তোমাকে আমি কত বছর জানি?
জানো না তা কি? বহু দশক পার
হয়েছি, তুমি জানো সে পারাবার।

ভুল হল কি? ভূবিদ্যার ভুল!
লবণ-জল নয় তো চোখে, তার
সঙ্গে ছিল তুঙ্গ পর্বত।

ছিল সাম্য আর মৈত্রী, কতবার
বীর প্রয়াসে লক্ষ ভগীরথ
প্রাণ-গঙ্গা নামাল, দিলে প্রাণ–

তোমাকে আমি কত বছর জানি?
লক্ষ কেন? ষাট-কোটির গান!
তাই তো আজও শুনি সে রূপবাণী।

BANGLADARSHAN.COM

তুমিই জানো, তোমারই সন্ধ্যান
জাগিয়ে রাখে স্বপ্ন দিনমান॥

শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ

একি শুধু অলস নন্দনতত্ত্ব? তা হতেও পারে বা।
অবশ্য এখানে বাঁচা-বাঁচার লড়াই
বর্ষার আরম্ভ থেকে শরতেও মৃত্তিকার সেবা।
হেমন্তেও জের তার, কোনোবার শ্রমের বড়াই
বাস্তবে সফল হয়, কোনোবার ন জানন্তি দেবাঃ।

অথচ নন্দিত হই তাও সত্য। পরোক্ষে উদাস,
প্রত্যক্ষের সাধ কম। যেমন মেয়েরা, বালিকা-বালক
পিতামহ-মহী সেই মহীদাস বংশের ভূদাস,
সমর্থ চাষীর সঙ্গে সহযোগী,–অত্যন্ত রোগা-রোগা
ধেনুর পালক–
ইচ্ছাটা প্রবল বাপঠাকুর্দার মতো হবে লাঙল বা
গো যান-চালক।

BANGLADARSHAN.COM

অবশ্য এরাও–ঠিক আমরাই যেমন,
সহজেই শহরের লোভে আনচান–
যে লোভ এ স্নিগ্ধ হাওয়া ও মেঘে-রৌদ্রে বেশ স্বচ্ছ।
কেউ বা সিন্দুকে ঢুকি, কেউ করি প্রচ্ছন্নে চালান
অথচ স্বভাবটাই লুব্ধ, তবে অভ্যাসে গয়ং-গচ্ছ।

তবু এই আষাঢ়ের দৃশ্যে শ্রাব্যে ভরে ওঠে
শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ॥

বন-চুরি

কেন বা আশ্চর্য হও? মজুরিতে লোভ স্বাভাবিক,
যদি না মালিক হয় নিজে রাজমিস্ত্রি বা ছুতোর।
অনেকেই আটঘণ্টা ছয় করে–তাও কী মন্থর?
দুস্থের পরগণা দীর্ঘকাল ধ'রে। কাকে বলে কেবা ধিক্?

খড়কুটো জ্বেলে খায় একবেলা–বন কাটে তারা?
শাল ও পলাশ বা গম্হার শিসু আম জাম বন?

প্রচণ্ড খাদ্যের ঘাট্তি, অধিকাংশ জন ভাগ্যহারা।
ফলে, শিশুরা অকালে দুস্থ, আর ক্ষণিক যৌবন।
মধ্যবয়সীরা তাই অকাল জরায় হয় কাবু।
অথচ শহরে দেখ বৃদ্ধ সাজে খুবই ফুলবাবু।

তবু জলমাটি ভালো, শহরে কলুষ নীলাকাশ
এখানে এখানও দেখ সভ্যতার সুযোগে দুর্যোগে
সংক্রামিত কাবু বটে, তবু আজও এদেশে দুর্ভোগে
কিছুটা আদিম স্বস্তি, কিছু স্বচ্ছ নিশ্বাসপ্রশ্বাস॥

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের দেশ! স্বয়ং প্রকৃতি

মনের কোঠায় সর্বদা পূর্বে-পশ্চিমে
উদয়ে অস্তে দিগন্ত-লাল আকাশ।
দশদিক দেখে দুই চোখ ভরে অসীমে,
মর্ত্যের সীমা চোখের মণিতে, যেমন ন্যায্য প্রত্যাশা।

আজন্ম-চেনা বটে কলকাতা প্রায়শঃ যে শতরঙ্গ,
বিস্তৃত দেশে তাই (বা তবুও) তৃপ্তি।
যতই না আশাভঙ্গ করুক, তবুও এ রণেভঙ্গ
কেবা দেবে? কোথা পাব এ নীলের দীপ্তি?

ক'মে গেছে বটে শাল শিয়ালের অরণ্য–
বড়-বিদ্যায় বিশারদদেরই দায়িত্ব,
চাষ-বাস কেনা-বেচা সবেতেই জঘন্য।
তবু ভারতের রোগা মাটি দৃঢ়, হারায় নি তার স্থায়িত্ব।

BANGLADARSHAN.COM

তবু সজ্জনে দেখে পশ্চিম-পূব এক লালে অনন্য।
মানুষের দেশ! প্রাচীন কীর্তি! স্বয়ং প্রকৃতি সৌন্দর্যেও ধন্য॥

লুব্ধ পদলেহী জয়

লোভে শক্তি সর্বদা ভীষণ, ঘৃণ্য কলুষ এ কালে।

অবশ্য শক্তিই সর্বদা উত্থানে–পতনে চৌচির,–
বুঝি একমাত্র শিল্পে সাহিত্যে মননে শক্তি স্থির,
প্রেমে বা মৈত্রীতে শান্ত নম্র দৃঢ় ধ্রুপদী চৌতালে।

বুঝি মহা রাবীন্দ্রিক সব সৃষ্টা আজীবন ব্যেপে
সুন্দরকে গ'ড়ে যান, গেয়ে যান, লিখে এঁকে যান।
তাই তাঁরা আদি অন্তে রসায়নে পান পরিত্রাণ।

শক্তিতে সর্বদা ভয়, লোভ ডোবে ভয়ঙ্করে ক্ষেপে।

অধিকন্তু, শক্তিধর বাজীকরও ভুলে যায় নীতি,
বিশেষত, লুব্ধতায় অর্থ, রাজ্য, ব্যবসা, প্রভাব
ইত্যাদির লোভ আর মানবিক চূড়ান্ত অভাব।

BANGLADARSHAN.COM

আর তাই নৃশংসতা হয়ে ওঠে স্বভাবেরই রীতি।

পণ্যবুদ্ধি রাজশক্তি কর্দমাক্ত সর্পিল নির্দয়,
নীতি-রীতি-ভঙ্গে বীর লুব্ধ পদলেহী খোঁজে জয়॥

ছন্দে পঁচাত্তর

দ্বান্দ্বিকের জয় পরাজয়
বৃদ্ধ হাড়ে উত্তরণহীণ?

আশা কোথা লুকোয় প্রত্যহ?
মুক্তিযুদ্ধ কেন হয় ব্যর্থ?
নানা স্থানে গুপ্তি অহরহ–
সত্য কেন থেকে থেকে দ্ব্যর্থ!

ভলগায় যে কয় কোটি প্রাণ
আত্মদানে জ্বালাল আহুতি,
সেই অগ্নি দধীচির দান,
মানুষেই স্বয়ং সম্ভূতি!

এই স্তরে সয় না যে আর!
দ্বন্দ্ব হোক ছন্দে পঁচাত্তর।
ধুয়ে দাও ব্যর্থতা এবার–
প্রশ্ন হোক বর্তমানোত্তর॥

BANGLADARSHAN.COM

তথাকথিত সভ্য লোক

বুনোদের তো বোঝাই যায় যে বন্য–
তথাকথিত সভ্য লোক যখন সাজে শেয়াল!
কেন যে ক্ষেপে হন্যে দেয় ক্ষমতা-লোভী খেয়াল!
হিংসা আর হিংস্রতায় গ্রাম-শহর
জীর্ণ ও জঘন্য।

অথচ আছে কয়েক দেশ,
যেখানে বাঁচে কয়েক কোটি মানুষে,
সুখসুবিধা রচনা করে মানবতারই জন্য।
নানান জ্ঞান-ধ্যানের সত্যে শূন্যে যায় ফানুষে।
অথচ কেন গোটা কয়েক দেশের ধারা অন্য!

সবাই চাই মরুক ওই সদলবলে শেয়াল,
নীলবর্ণ যাদের বাপ গুপ্তিতে বা প্রকাশ্যে
দুনিয়াতেই তুলতে চায় দেয়াল!
লুব্ধ দেশে হন্যে-হানা ভিন্নভাষী ভাষ্যে,–
বন্য নয়, নেহাৎ তারা নিছক জঘন্য॥

BANGLADARSHAN.COM

তারা দিনকে রাত্রি করে

তারা দিনকে রাত্রি করে,
রাত্রিকে নরক!
তারা কি-লোভে শয়তানি করে?
তুলে ধরে মৃত্যুর চড়ক!

এ তো নীতিকথা নয়, শুধু আত্মহত্যা!
লুব্ধ শক্তি চায়! তাই হয় শক্র ক্রূর।
শক্তিশেল টেনে আনে, হানে যথাতথা।

লুকায় সমস্ত গান প্রাকৃতিক মানবিক কথা।

BANGLADARSHAN.COM

এখানে দুঃখও অতি সাধারণ

এখানে দুঃখও অতি সাধারণ,
হয়তো বা প্রায়ই ইতর।
অন্যপক্ষে বাস্তবে দুঃখ
বহু গ্লানি এবং বিস্তর
সাধারণ্যে জনে জনে ভোগে
আর দেশকে ভোগায়,
আর ভাবে, যথার্থই ভাবে!
আর নিত্য দুশ্চিন্তা জোগায়!

এই তো জীবন আমাদের!
তবে কিছু আস্তিক লক্ষণ
সরকারেও অর্শেছে বটে,
মিত্রতাও করে উপার্জন।
মনে হয় তারই ফলে
বাস্তবেও রূপান্তর ঘটে
—এই বিরাট দেশের তীব্র
মারাত্মক জীবন-সংকটে।

মনে হয় হয়তো বা প্রত্যেকের
প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায়
মানসে বাস্তবে হবে রূপান্তর
মৈত্রী শ্রমে, নয়কো ভিক্ষায়।
আর পোড়ো জমি পোড়ো নদী
শস্পে শ্যাম গন্ধবহ
আমাদের চৈতন্যকে উজ্জীবন
জোগাবে, কারণ অহরহ,
বহু লক্ষ মাতাপিতা
ভরেছে যে প্রাণ তার মান
স্বতই সচেষ্ট হবে!
আর বিশ্বব্যাপ্ত হবে গান॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতি অর্থাৎ পৃথিবী আকাশ হাওয়া

প্রকৃতি অর্থাৎ আকাশ হাওয়া
এ অঞ্চলে
সুস্থ আর চোখের আরামও বটে।

কিন্তু জড়, আজও ঠিক রসায়নে মানবিক নয়,
অন্তত এখনও তাই।
হয়তো বা বৈপ্লবিক রূপে রসায়নে,–
সুতরাং, রূপান্তরে
অচিরেই কোনোদিন গ্লানির সংকটে
পাবে তার দশদিকে সুস্থ কান্তি আর
দশভুজে স্থির বরাভয়।

তখন মুক্তিই হয় চিরস্থায়ী অকাল-বোধনে
মানুষের চৈতন্যের স্বচ্ছ-নীল বটে,
বিশ্বজনে, মহাকাশে রাবণদহনে।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু কোথায়, কোথায়? আর কবে? কবে
জীবনের মননের স্বয়ম্ভর গানে
দেহমনে সকলের বিদগ্ধ উৎসবে?

যেখানেই বাসা বাঁধো

গ্রাম গ্রামাঞ্চলে বাসা কিংবা মফস্বলে
অথবা শহরে যেখানেই বাসা বাঁধো,
সেই ক্লান্তি আর অসন্তোষ!
নানান অতৃপ্তি আর বিচ্ছিন্নতা! শুধু কি খোরপোশ?

অসংখ্য ক্লান্তির ভার জমে ওঠে ন্যুব্জ মনে,
যেন বহু কুবুজার শাপে! কংসারি গল্পেই ভালো।
এখানে যে বহুবিধ অসুবিধা নানা দ্বিধা,
দেশী ও বিদেশী, আর ওসারে বহরে।

অনেক ইঁদুর আর শেয়ালও, নেকড়েও, কুমিরও!
এমন কি পরলোকগত শত ডাইনি
ডাইনো-টিরানো-সোরস!

BANGLADARSHAN.COM

অতএব?
অতএব হে সঞ্চয় অদ্ভুত দয়ায় গৃধ্নুতায়
হে সঞ্জয় তদা নাশংসে বিজরায়!

পরন্তু কি ক'রে বলো
লুটেপাটে খাবে যত লুটেরারা
যত কালীয় পুতনা আর যত কংসের বংশে?

কাদায় ও পাঁকে কারা নড়ে

মানি, শহরে মানুষ বটে, জন্মকাল থেকে।
ধুলো ধোঁয়া গণ্ডগোলে–সব আতিশয্যেই
নিরাপত্তা বোধ করি প্রায়াসহ্য ছাঁটা-কাঁটা জনারণ্যে
–অবশ্য অরণ্য কোথা তাও বলতে পারো।

প্রাচীন দান্তের প্রশ্নটাই অবান্তর
–যেমন ঐ নিরাপত্তা-বোধটাও তাই,
মানসিক নাগরিক, কিঞ্চিৎ অলীক।
তবে অন্তত স্বাধীন যে তা মনে রেখো,
শ্বাসকষ্ট চক্ষুনষ্ট যত হোক, তবু।

অভ্যাস দুর্মর এই বিচ্ছিন্নের অস্বাস্থ্যের
তথাকথিত কলকাত্তাই জীবনে, তা ঠিক।

BANGLADARSHAN.COM

তাহলে কি? নিরুপায়?
জীবনমৃত্যু কি তিলে তিলে সত্যের পাহাড় গড়ে
আর ধূলিসাৎ হয়ে যায় অনির্দিষ্ট ঝড়ে?
আমাদের ভূখণ্ডের কোন্ কোন্ হতভাগ্য দেশে?

কাদায় ও পাঁকে আর মরা নদীর এসিডে কারা নড়ে?

তবুও আছে

তখনও চাঁদ ডোবে নি তনু আকাশে,
ওদিকে ওঠে লাজুক লাল চ্যুতি।
কলুষময় যতই হয়,–হোক না সমকাল,–
যত হাঁপাও কলকাতার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
স্মৃতির পুথি জমায় তত ত্বরিতগতি শ্রুতি!
জীবনটাই আমাদের যে ঊর্ণনাভ-জাল!

চেষ্টা নেই? তা নয় ঠিক। নানান মত-প্রয়াসে
নানা মুনির শুভইচ্ছা সুসঙ্কল্প ইত্যাদি
সদাই আছে,–অন্তত তাই এদিক-ওদিক শুনি।

অবশ্যই আছে বাদী এবং প্রতিবাদী,–
(কিংবা অনাবাদীই!) তাই এখনও দিন গুণি,
এখনও তাই তাকাই ঐ দুরান্তরাকাশে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষই নাকি সবার চেয়ে সহায়হীন হাসে?
যতই হাঁকো: তৈয়ার হো কোমরবন্ধ বাঁধো,
যতই হানো নিষ্ঠীবন, যতই বকো কাঁদো–
পরিণতি কি মিথ্যা রয়? জনতা জিজ্ঞাসে।

তবু আছে অনেক শ্রুতি বিভূতি যার ভালে।
এবং আছে মানবস্মৃতি মৃদং-করতালে॥

কোথা শুনেছি হ্রেষা

ভোরাই আসত একদা সূর্যোদয়ে,
এবং রাত্রিও ছড়াত নীলিমা ঘুম।
এখন সূর্য আসে ক্লান্তি ও ভয়ে,
আঁধারে গোলমালে দিন নিঝুম।

অথচ কার লাভ? ক্ষয় বা কাদের?
সবার একই দশা! কেউ বা বোঝে
কেউ বা বোঝে না, পেশা লাভের খোঁজে
নিজের আর পুত্র-কন্যাদের!

হয়তো তাও নয়, নিছক নেশা।
কল্কি যুগে নয় মস্তি সোজা!
ত্রিকালগুণে দুই চক্ষু বোজা।
বোঝাই দায়, কোথা শুনেছি হ্রেষা॥

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়

স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়, কৈশোরে বা যৌবনেই শ্রেয়।
কারণ, বার্ধক্যে দগ্ধ স্বপ্ননীল আকাশকুসুম,
কারণ, তখন শুধু রোমন্থিত কল্পনায় ঘুম,
তখন অতীত আর অজ্ঞেয় আগামী থাকে প্রেয়।

পরন্তু নিঃসঙ্গ স্মৃতি ভাবীকাল ছাড়া কেন হেয়
মনে হয়?—মুখ্য বিশ্ব, গৌণ বিনোদন যত ধুম—
ধাম হয় হোক, যত হৈহৈ হোক, যতই মরশুম—
সত্যলাগে প্রাচীন সভ্যতা সিন্ধু অথবা গাঙ্গেয়।

এ বার্ধক্য কি শুধুই জরা? নাকি সুদীর্ঘ যৌবন
সভ্যতা ও ব্যক্তিগত স্মৃতি দুই মিলে একাকার?

বোধহয় যা সম্ভব এ দুর্গতির দুর্মূলোর দেশে
তাই মেনে চোখে-কানে সত্য খুজে জেনে অগণন
গৌণদুঃখে আর মৌল স্বস্তিসুখে চেষ্টায় বারবার
কান্নাতেই হাসি এনে সমতার নীলে যাব ভেসে॥

BANGLADARSHAN.COM

বাদী নাকি প্রতিবাদী

শরীর কি বাদী? নাকি অন্ধ প্রতিবাদী?
ফরিয়াদী এ-মামলাও মহাবিড়ম্বনা।

মনকে তো দেখাই যায় না! সর্বদা সে ফেরারী যন্ত্রণা।
যতই না শিকারীর ধূর্ত জাল ফাঁদি।
সুতরাং কিবা করা যায়? শুধুই বিশ্রাম?
নাকি সতর্ক ব্যায়াম? মননের সবল আরাম?

অথচ দেহই ব্যাধি শাস্ত্রে বলে–ইত্যাদি ইত্যাদি।
সুতরাং শয্যাই সান্ত্বনা? ঘুমে কোথা প্রতিবাদী?
কিন্তু বাদপ্রতিবাদ সর্বদাই এ বিশ্বজগতে–
তা সে কিবা মানবিক প্রেমে কিবা ভাগবতে!

অথচ স্বয়ম্‌সাধ্য সমাধার কোথা সম্ভাবনা?
হার মানাই সোজাপথ? সে পথে যাব না।

BANGLADARSHAN.COM

সুতরাং দেহবাদী মননের প্রতিবাদে হবে অসহায়?
ক্লৈব্যই কি পাণ্ডু-র তৃতীয় পুত্র! কুরুর উপায়?

হাড়গোড় মাথামুণ্ডু মুড়ি মুড়কি খই

থেকে থেকে নিসর্গই ডাক দেয়,–
মানবজীবনে তাই একমাত্র স্বাভাবিক,
কি বয়েসে কিবা রোগে!
তা না হ'লে মৃত্যুঞ্জয় কোথায় বা নিজ সম্পূর্ণতা?
বলো হে সঞ্জয়!

ধরণ ধারণ দেখে চেখে চেটে শুনে,
আর সর্বত্রই কমবেশি ভুক্তভোগে
সবেতেই মনে হয় সকলেরই সন্দেহ সংশয়।
কি বলো হে? ইতরতা বিশ্বময়?
সকলেই যে বিশ্বের একান্ত কাঙাল!

আর নির্বুদ্ধিতা অদ্ভুত ব্যাপ্তিতে ও প্রাবল্যে
শুধু মানুষকে নয়, সসাগরা পৃথিবীকে
বিষায় যে সে ঐ
নির্বোধ কারণে আর হয়তো বা
ধর্মীয় ভাষার বোবা মুখে বললে বলতে হয়:

মুখ্য পাপে আমরা তোমরা সকলেই দায়ী
আর সকলেই বিশ্বরূপ ঐ মুখে দেখে
আর লুব্ধ শোকে খায়
যে যেখানে পায়–হাড়গোড় মাথামুণ্ডু–
মুড়ি মুড়কি খই॥

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বময় অন্তত অনেকখানি

মনে হয় ভেদাভেদ ভাঙে ঐ–
বিশ্বময়, অন্তত অনেকখানি একাত্ম উৎসবে।
অর্ধেক শতাব্দী গেছে–তা সে যাক স্নিগ্ধ-রুক্ষ।

দীর্ঘ এ জীবন তাই চলেছে ও চলবেও,
স্বচ্ছতর সূর্যাবর্তে মানবিক সুখদুঃখ
এমন কি অমাবস্যা পূর্ণিমা ও রাহুর কলঙ্কে।

তবুও চলুক কর্মে এবং নন্দনে
নবনব রূপে রসায়নে সুখে দুঃখে
একমাত্র মানবিক স্মিত শর্তে,

যতই না হোক জনসংখ্যা,
আপাতদৃষ্টির বিরক্তি ও ক্লেশে
জীবনের নীরোগের সাতরঙা বহুবিধ ভোগ।

BANGLADARSHAN.COM

এইটুকু জেনো প্রিয়সখী, মেনো প্রিয়জনগণ!
স্মৃতি সদা বাঁচা চায়, বেঁচে পায়
শতাব্দীর মানববাস্তবে॥

এ দেশে মানুষ ভোগে সৎ বা অসৎ রোগে

এমন কি নীলাকাশে শুনি প্রায় চুরি চলে–
প্রায় এক জুয়াচুরি! বৃথাই ছত্রক সিক্ত ছত্রধর বলে,
এলোমেলো হাওয়া দেয় দোলা
কখনও পশ্চিমে,
কখনও বা বিপরীত পূবে সব খোলা
উত্তরে ও দক্ষিণেও, কিবা বলে ছলে।

অথচ সমস্ত অশ্রুবাষ্প যায় উবে!
আজও যে সকলই অপ্রত্যাশিত!
আজও ক্ষ্যাপা সেজে,
হয়তো বা কদাচিৎ অকস্মাৎ ঐরাবত
সামান্য সিঞ্চন করে! দেখ এ যাবত
মাটি ভেজে কিনা ভেজে!

BANGLADARSHAN.COM

এ দেশে মানুষ ভোগে
নানাবিধ দুস্থ-সৎ বা অসৎ রোগে।
আবার কেউ বা আজীবন সুস্থ বা অসুস্থ, স্বচ্ছ।
–অবশ্য হঠাৎ কোনো অসুখে বা আয়ুর অভাবে
ছাই হয়ে যায় ছয় ফুটে এক প্রস্থ,
জীবনেরই সহজ স্বভাবে॥

সকলেই পরশ পাবার প্রয়াসী

জায়গাটা গ্রাম্যই, ছিল এককালে গতানুগতিক,
দীন, শান্ত। তারপরে, কাছেই শহর।
মফস্বলে এ শহরে নানান উন্নতি-অবনতি,
স্ফীতোদর নানা দোষগুণ, লোভ লাভ, শিব ও অশিব!
গ্রাম গ্রামান্তর ভেঙে ঊর্ধ্বগ্রীব অষ্টাবক্র–
ঠিক গ্রাম বা নগরও নয়–
তেত্রিশটি মঠ বা আশ্রম, বিলাসী আলয়।

আর যখন-তখন যে কোন ঋতুতে–
বিশেষত চাষবাস না থাকলে সমধিক
পুণ্যের পরব! পথেঘাটে রেলপথবর্তী স্টেশনে সরাইয়ে,
কিবা গ্রীষ্মে কিবা শীতে আপদেবিপদে
চিকিৎসার উন্নতি সত্ত্বেও সে কী ভিড়
অস্বাস্থ্যের সে কী নোংরা গ্লানি!
সদালোভী পুণ্যের মরাইয়ে যত হিতাহিতে
পঞ্চ-মকারাদি পুরে ঠেসে
সিন্দুকে, এবং ব্যাংকেও বটে, জমানো নগদে!

মুখ্য গ্রাম্যতাই আশেপাশে, রাত্রিদিন
বিস্তৃত অথচ বিকল ও খঞ্জ প্রায় সংকল্পবিহীন
তীর্থে গঞ্জে স্বাস্থ্যবাসে আশেপাশে ছড়ানো শহরে!
কিবা রাজা মানসিং অথবা ক্লাইভেরা দলে দলে
বঙ্গীয় বিজয় সেরে ওসারে বহরে
যেখানে পত্তনী পান, যার জের আজও চলে!
অথচ পাহাড় মাঠ হাওয়া ও প্রান্তর–দূর, কতদূর!
সর্বদাই কানে কানে গায়।
অথচ পত্তনী দোকানপাট-টা, আর পুন্যের হুজুগ-যাত্রা
আজও দেখ প্রায় নিখিলভারতাগত
সব কিছু দূষিত ভঙ্গুর।

BANGLADARSHAN.COM

তবুও চঞ্চল দৃষ্টি, বাঁচি, সুদূরের তবুও পিয়াসী
অনাহত স্বস্তি খুঁজি!
হে সুদূর, হে উন্মুক্ত
আমরা যে মনেপ্রাণে সকলেই পরশ পাবার প্রয়াসী।

BANGLADARSHAN.COM

অপরাজেয়ই বটে

অপরাজেয়ই বটে! তবু অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি,
হায় প্রায় মাঝে মাঝে হানে।
আর তাই মনে হয় পোড়া দেশে যত অনাসৃষ্টি!
রোগ, মৃত্যু মানবিক জীবন-সন্ধানে।

শুধু কি স্বদেশে?
আশে-পাশে, জাগ্রত কত না দেশে
—প্রাচ্যে নব আফ্রিকায়,—
এমন কি পাশ্চাত্যেও শেষে
বিশ্ববোধ শিশুকে শেখায়।

মনে কি হয় না বলো, ধনপতি!
এ-দেশে ও-দেশে, নানা বেশে
শ্বেতাঙ্গ, শ্যামাঙ্গ, এমন কি পীতাঙ্গও দেখ শেষ
তোমাদের মেশাবে অক্লেশে॥

BANGLADARSHAN.COM

শ্রাবণ-আকাশ ভ’রে

কেন আমাদের,–কমবেশি সকলেরই–
স্বপ্নকে কেন এ ভয়,–কিবা রাতে কিবা দিনে?

স্বপ্নেই দেহের শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের পূর্ণতা।

চাও স্বপ্ন, চাও অন্ধকারে প্রভাস্বিত ঘুম।
বর্তমান অন্ধকারে রাঙাও শূন্যতা–
(যাত্রীরা বা গৃহস্থেরা চিরকালই বর্তমান অন্ধকার জানে)
চাও থরোথরো ভবিষ্যত, ঘুমে চাও জাগরণ
ক্রমান্বয়ে কর্মিষ্ঠ-মনন নিত্য স্বপ্নময়।

ভয় নেই। স্বপ্নেই তো মুক্তি, স্বয়ম্বর নবজন্ম,
বাস্তবের জ্যোৎস্নাস্নাত তীব্র রূপান্তর।

দেখ, দেখ, শ্রাবণ-আকাশ ভ’রে ঐ অন্ধকার।
প্রচ্ছন্ন শিখর মেঘে মেঘে দাবি করে
আর থেকে থেকে দেখি ভাসে নক্ষত্র-বিস্ময়।

তাই এই আলো এই কান্না দেখি শুনি,
শ্বাস টানি শ্রাবণের গানে গানে দেশজ আকাশে।
যেন বহুকাল ধ’রে সুরধুনী ক্ষণে ক্ষণে ছড়ায় শীকর
ধ্রুপদী মল্লারে, নির্বিশেষ শরীরে, মনেও।

অবশ্য এ দেশে। নাকি দেশে ও বিদেশে?

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যে যা গরম গেল

আহ্! মধ্যে যা গরম গেল! হাওয়াও অজ্ঞান!
এ ক'দিন পক্ষাহত ঝোড়ো হাওয়া, পূবে ও পশ্চিমে
আর উত্তরেও। মাঝে মাঝে দক্ষিণেও ঘেঁষা।
মেঘমিশ্রিত দুই বিস্তীর্ণ পাহাড়ে কার ধ্যান?

পার্বতীপরমেশ্বরে না, বিন্ধ্যাদির বংশধরে সীমা,
উচ্চাবচ ঊষরেই বিরিক্তির নানাবিধ নেশা।

প্রাচীন ভূখণ্ড-প্রান্ত, আদিজনগণ বেশ রিক্ত।
অথচ সততা ছিল, এমন কি কৃষিপূর্ব পাহাড়িয়াদেরও।
অবশ্য মুখ্যত ঐ অজয়ের তীরাগতদের নামে নাম।
কিছু বিত্তবান আর কিছুবা গরিব আর মধ্যবিত্ত,
সরকারী শহর আর নানান বহরে যাঁরা স্বাস্থ্যান্বেষী তাঁদেরও।
অবশ্যই শহরের চেয়ে ঢের ভালো শহরের কোল-ঘেঁষা গ্রাম!

BANGLADARSHAN.COM

যদিও এখানে ছোট-বড় চুরি মাঝে মাঝে কি আর ঘটে না?
একা কিংবা দল বেঁধে তুচ্ছ ছড়ায় রটনা
নানান্ শ্রেণীর লোক, ভিন্নরুচি-নীতি রামশ্যাম!

বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট

একাই লাজুক শিল্পী সেজান্ এঁকেছেন শতাধিক
যেন বা শৈল কেলাসিত প্রিয় পাহাড়–
কৌণিকে নীলে নানান্ রূপের পাহাড়কে বারবার–
সন্ত ভিক্তোয়ার্!
(কিছুতে সে মন তৃপ্তি পায় নি সে কথাও বটে ঠিক)

আগাইয়া তাই ভাবে: পল্ কিবা দেখতেন?
আর আঁকতেন কার রূপ শতবার?

পূর্বভারতে শ্রাবণ আকাশে স্নাত শত শত শিলা
এই ত্রিকূটের প্রাচীন পাথরে নানান্ খোদাই চূড়াই
আর গহ্বরে আর বিস্তারে ব্যাপ্তিতে
কোন্ না মাইল দশেক ঘিরেই ঘুরেও–
এই কাছ থেকে, এই আরো দূরে
আলোয়-ছায়ায় কঠিন পাথরে আকাশে জমাট জ্যোতিতে।

BANGLADARSHAN.COM

দৈব নীরদে যেন পুরুষের গড়া-আঁকা ঘুরে ঘুরে!

তাই কি সেকেলে রামের সেবক
মহাবীর সেই স্বেচ্ছা-শিল্পী পবনের নন্দন
ক্ষণকাল এই নানান রঙের আলোয়-ছায়ায়
মুগ্ধ পাহাড়ে করেছিল অবতরণ,
তাৎক্ষণিকের দীর্ঘজীবী কী মায়ায়
সদ্যস্নাত কঠিন রঙীন শত কৌণিক কায়ায়?

সাময়িকী

তবুও তো তুমি এলে, হে পূর্ণ আকাশ!
তুমি এলে এই ঘন-ঘোর-ঘটা বরষায়
সাহারায় ভেজা শ্রাবণে।
ভাবি এ ভাগ্যের গুণে ধৈর্যে ও আশায়
চাতককে ডেকে যাও অশ্রুময় ভরসায়।

জায়গাও এবার তুমি, ছড়াও হে নীলকৃষ্ণ কান্তি,
শান্ত হোক দিগবিদিক মত্ত হে আকাশ!
আর মাটি স্নিগ্ধ হোক,
রুক্ষ বধূগণ সব পরিণতি পাক, সেই শুষ্ক ক্লান্তি
খুলুক নির্মোক।

আমরা যে পার্থিব, পোষ্য আমাদেরই পৃথিবীর
গ্রহশান্তি আমাদেরও চাই।
আমরা কেউ নয় পৃথার পোষণে বীর।

BANGLADARSHAN.COM

হে আকাশ! জল ঢালো স্থিতবী মাটিকে,
নিয়ন্ত্রিত দেশে দেশে দশদিকে বাঁচুক সবাই॥

চেতনায় কিছু নয় অবান্তর

দূর বাংলা সমুদ্রের হাওয়া চাই অহরহ
পাহাড়ে প্রান্তরে বনে আর সবুজ বা গেরুয়া টিলায়।
অবশ্য সঙ্গও চাই সহধর্মী নৈঃসঙ্গও চাই।
চাই বৈকি সহকর্মী দুঃখ-সুখ-বহ সর্বদাই।

চেয়ে যাই, পাই কি-না পাই যেখানেই থাকি।
বয়স্কের তাই তো মানায় আজন্ম-আমৃত্যু বহু স্বপ্নময়
কিবা হর্ষ কিবা কষ্ট, অন্তে হয় সবই নয়-ছয়!
যেদিকেই কান পাতি চোখ রাখি মানিই না জয় পরাজয়।

বলো শুধু আত্মছলনাই? পরন্তু যা কিছু করো,
কিংবা ভাবো, অসীম এ মহাবিশ্বে শূন্যই অশেষ
দৃষ্টি বোধজ্ঞানের প্রত্যক্ষে অন্তহীন মহাকাশে কোটি কোটি দেশ
গ্রহ ও নক্ষত্র আর অগণন নীহারিকা দেখ থরো থরো—

BANGLADARSHAN.COM

কিছু কিছু আছে মাত্র জানা-শোনা এই ছোট মর্ত্য,
তাই মাটি জল হাওয়া সমুদ্র পাহাড় প্রান্তর
আর কিছু জীবন ও মানুষ চোখে কানে জ্ঞানে সত্য।
চেতনায় কিছু নয় আমাদের পক্ষে অবান্তর॥

কোথায় সুরাহা

শহরে বা গণ্ডগ্রামে কোথায় সুরাহা?
সর্বত্রই ছোট বড় গঞ্জমাত্র, লুব্ধ বেচা আর কেনা।
সে সারল্য? কয়েক দশকে কাবু, চুপি চুপি সুদ আর দেনা
শুধু ব্যাংকে আর শেয়ারে নয়, নানাবিধ গুপ্তি চলে ডাহা!

কিবা বড় কিবা ছোট সব এক–কোটিপতি কেউ লাখপতি!
কেউবা শতেই শেষ নগ্ন লোভ অধিকাংশে চলে,
কারো অর্থোন্নতি হয়, কারো জোটে দুরন্ত দুর্গতি
কেউবা নিষ্পিষ্ট হয় লুব্ধতার হিংস্র জগদ্দলে।

কিন্তু সে হেতু নৈরাশে নয়, দুর্মর জীবনে
অপরাজেয়ই হবে সবাই অন্তত মনে প্রাণে,
মানুষের কীর্তি বহু, রচনায় নির্মাণে বিজ্ঞানে।

BANGLADARSHAN.COM

চৈতন্য সর্বদা তাই শতকে শতকে পুনরুজ্জীবন।
সুতরাং কেন হার মানো গ্রামে নগরে বাস্তবে বেসুরে বেতাল?
বিপুল পৃথিবী আর মানব সভ্যতা আর নিরবধি কাল॥

যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে

আজও বর্ষা এলিয়ে দিলে না তার মেঘময় বেণী।
মাঠে-ক্ষেতে জল যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে।

বিশেষজ্ঞ স্থানীয় সবাই বলে: খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীই।
তবু এরই মধ্যে শারদীয় আলোকের আভা
স্ফটিক ও নীলা আর চুনি
এই মেঘের সম্ভারে আর আকাশের হীরক ধারে।

অবশ্য হাওয়াও আজ পূবালির পক্ষীরাজ
সাদা জ্যোতির্ময় মেঘে ওড়ে, ভাসে, বসে নীলাকাশে–
হয়তো বা অন্যত্র সৌভাগ্য খোঁজে প্রাচুর্য-প্রত্যাশে।

আদিগন্ত স্বচ্ছ আলো শুচিস্মিত দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে
আর টিলার বাহারে।

BANGLADARSHAN.COM

তবু এ অঞ্চলে সংগ্রামী চৈতন্য প্রায় ক্ষীণকায়,
শুধু শ্রেণী উত্তরণ, শুধু এরা সাজের চমক চায়–
অবশ্য সবাই নয়, তবে অনেকেই, অর্ধজ্ঞানী, সিকি-বিজ্ঞ
কিছু নবনবীনের বংশ।
তাই সততাও ক্ষীণ-প্রাণ, অন্তত তা দোআঁশলা, খিন্ন।
গ্রামীণ সমাজে আজ গ্রাম্যতাই প্রায় ছিন্নভিন্ন।

বর্ষাও কি সততায় বুঝি নেই, বৃষ্টি এতই সামান্য!

কিন্তু তবু এরই মধ্যে শরতের পুষ্পময় আভা
সাহায্যে পাঠাবে নাকি প্রাচুর্যের সত্যে ধনধান্য?

যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি

বৃদ্ধ বয়সেই গ্লানির বৃদ্ধি!
কিন্তু সে গ্লানির অনেক মূল্য–
সারাটা জীবনের স্মৃতির ঋদ্ধি।
ইতিহাসেই মেলে ব্যক্তি-স্মৃতির তুল্য,
যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি।

প্রেমের স্রোত যেন, যে স্রোত চলমান–
অতীতে যৌবন, প্রৌঢ় বোঝে না তা।
ক্রমিক পর্যায়ে কিন্তু নয় গাঁথা,
নানান্ পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সেই কাঁথা,
স্মৃতির ঢেউয়ে ঢেউয়ে বৃদ্ধ বলবান।

সমস্যা তো তাই: দ্বৈতাদ্বৈতেই
সমাধি সম্ভব সারাটা জীবনে?
কে জানে ঠিক বলো কি থাকে কার মনে?
তবুও সান্ত্বনা সদাই তোমাতেই
সর্বদাই যেন মৃত্যু জীবনে॥

BANGLADARSHAN.COM

নানাবিধ কংস

এ ভূখণ্ডে শিলা-মাটি তৃষিত ঊষর,
বর্ষা বুঝি প্রায় নেই।
অন্তত এবারে বুঝি যৎসামান্যই–
এ অঞ্চলে ধনধান্য প্রায়শই প্রাচুর্যবিহীন,
মাটিও গৈরিক রিক্ত।

বর্ষা প্রায় বুঝি নেই, সব উবে যায়।
বিশেষজ্ঞ স্থানীয় লোকেরা বলে:
খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীই–
যদিও বেশ কিছুকাল ধ'রে চাষপ্রথা উন্নতই,
শ্রমশক্তি সমাজ কিছুটা জাগ্রতই।

কিন্তু এরই মধ্যে শারদীয় আলোকের আভা–
স্ফটিক ও নীলা আর গেরি।
অবশ্য এখনও হাওয়া থেকে থেকে পূবালিই,
মাঝে মাঝে শাদা লঘু মেঘ নীলাকাশে
পশ্চিমের হাওয়া আর স্বচ্ছ শ্বেত মেঘে ভাসে।

হয়তো বা এখানে সৌভাগ্য কম, মাটিও কৃপণ।
হয়তো বা অন্যত্র সৌভাগ্য বেশী প্রাচুর্য-প্রত্যাশে,
তবুও এখানে আলো স্বচ্ছশুচি পাহাড়ে আকাশে।
অথচ শ্রেণীর শুচিতাও নেই, উত্তরণ শুধু উত্তরণ!
সাজগোজ চায়–অবশ্য সবাই নয়, তবে কিনা অনেকেই–

অর্ধজ্ঞান সিকিবিজ্ঞ নবীনের বংশ!
সততই ক্ষীণপ্রায়, নিদেন তা মিশ্র, খিন্ন।
গ্রামীণ ভূখণ্ডে তাই গ্রাম্যতাও আজ ছিন্নভিন্ন,
বর্ষা প্রায় সততায় বুঝি আর নেই।
অধিকাংশ মনেপ্রাণে নানাবিধ কংস॥

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় তার সারথি

শুধু সেকালেই স্বর্ণ যুগ? পিতৃপুরুষেরাও
সর্বদা কি পরিতৃপ্তি পেতেন সেইকালে?
স্মৃতির কোলে গড়াগড়ি বিকাল থেকে সকালে
দিতেন বুঝি, তারপরেই সাঁঝ আঁধারে ঘেরাও?

তারপরেও কি শান্তি পেতেন ত্রিকালে?

একালে নাকি বহুত সোনা? তাই কি মাতে বদলে?
জটিল বটে, কুটিলও বটে জন্মদাতা পুরুষ,
নারীও বটে। ব্যক্তি ছার, সমাজই নেই আদলে।

বোঝাই দায় কেবা মানুষ, কেই বা কাপুরুষ?
সবাই পোড়ে রৌদ্রদাহে কিংবা বাদলে।

মানব বটে–এ কাল বড় জটিল আর দুষ্ট!
প্রায়ই করে বুদ্ধিলোপ অর্থ আর স্বার্থ,
যতই পাক্ খেতাবে আর সাংবাদিক কেতাবে–
চতুরালির কুরুক্ষেত্রে কোথায় বলো পার্থ?

কোথায় তার সারথি? কোথা চক্র তার রুষ্ট?

BANGLADARSHAN.COM

বৈকালী

অধীর, তোমার মুখর দিন
ক্ষান্ত করো,
মুকবধির নীল আঁধারে
শান্ত করো! হে চঞ্চল!

ধূসর ধূধূ সহর ডাকে
হাজারে ডাকে
ভিড়ের হাঁকে, টাকার হাটে
কাজের ডাকে,

প্রখর তাপে অণুরা কাঁপে
রৌদ্র দাহে
দু'চোখ জ্বলে, হৃদয় চলে
লু-প্রবাহে, হে চঞ্চল!

BANGLADARSHAN.COM

এ অঙ্গার ছেড়ে হৃদয়
আঁধার হোক্,
লোকমতের সদসতের
হাজার লোক,

বেকারই ভালো, বাজার ছাড়ো,
আদিম রাতে
নিবাতনিষ্কম্প মন,
ঘুমের হাতে,

পাহাড়ঘেঁষা ঝিল্লীবনে
সঙ্গী নেই,
মনের জ্বলা বীরজনের
ভঙ্গী নেই,

বুনোঘাসের গন্ধে ভেজা
অচঞ্চল
গোপন নীলে জীবন খোলে
চিরায়ু দল, হে চঞ্চল!

BANGLADARSHAN.COM

এলিঅটের পদাঙ্কে

১

মিস্ নেলি কাপ্‌রু
চলেছেন পাহাড় পেরিয়ে পাহাড় মাড়িয়ে উড়িয়ে,
ঘোড়া ছোটাচ্ছেন এ পাহাড় ও পাহাড় পেরিয়ে গুঁড়িয়ে
ঊষর জৈন গিরির এ পাহাড় ও পাহাড়–
ছুটিয়ে যাচ্ছেন শিকারী কুকুর লেলিয়ে তাড়িয়ে
গোমেষ-চারণ-ভূমি মাড়িয়ে পেরিয়ে।

মিস্ নেলি কাপ্‌রু ধোঁয়াও টানেন
এবং নাচেন কিছু কিছু নব্যনাচ।
আর তার পিসিরা নিশ্চিন্ত নন সে বিষয়ে কি তাঁদের মতামত,
কিন্তু এটুকু তাঁরাও জানেন যে ব্যাপারটা নব্য বটে।

কাচমোড়া তাকে সমানে পাহারা দিয়ে যান
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, আস্তিক্যের দুই দিক্‌পাল,
অপরিবর্তনীয় নিয়মধর্মের বাহিনী সাজিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা! তার নিয়মিত পাঠক পাঠিকা
বাতাসে দোলেন পাকা ফসলের ক্ষেতের মতন।

গোধূলি যখন কাঁপে মৃদুমৃদু-প্রাণ-স্পন্দে বারগান্ডার পথে
কারো কারো জীবনের পিপাসা জাগিয়ে
কারো কাছে এনে দিয়ে দুপুরের ডাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
আমি উঠি সিঁড়ি বেয়ে ঘণ্টিটা বাজাই, ক্লান্তভাবে পিছু ফিরে
যেন ওই প্রান্তে বীরবলকে জানাই ঘাড় নেড়ে বিদায়ী সেলাম,
এবং তখন বলি, ব্রহ্মবিলাসিনী দিদি, এই নাও তত্ত্ববোধিনী
তোমার॥

BANGLADARSHAN.COM

বেদনা যে জানে

(গয়টের প্রভাবে)

বেদনা যে বাঁধে দেহাঙ্গনে
সেই জানে আমার বেদনা।

নিজ দেশে দুঃখী নির্বাসনে,
নির্যাতনে বেঁধেছে চেতনা।
সূর্য ম্লান, লোভের আসনে
মহাকাশ ঘরে রুদ্ধ কোণা।

আলো যারা দিবানিশি জানে,
তারা আজ সুদূর ভাবনা।
অন্ধকার প্রবল দহনে
চৈতন্যে এ কারা খোঁজে সোনা।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচে যারা, জাগে দেহ-মনে–
মুষ্টিমেয়–জানে এ যন্ত্রণা॥

প্রাচীন-অর্বাচীন পদাবলী!

তুমি কি ভেবেছ, এখনও কি ভাবো বলো
কখনও কি মনে করো
দু'হাতে আমায় যে ফুল দিয়েছ, রাখব কোথায় তাকে?

তোমার ক্ষণিক ডাকে
যে ফুলে ফোটালে রক্তপাপড়ি–
তুমি কি ভেবেছ কখনও একটিবার?
কখনও নেমেছ আমার গহীন সেই স্বপ্নের পাড়ে?

তোমার বনের বাঁকে
স্বপ্নের খরস্রোতে যেখানে তোমার গান
অতন্দ্র দিনমান ঊষাকে ও সন্ধ্যাকে
ডেকে যায় রোজ শিশিরে শিশিরে নন্দিত অস্থির?

BANGLADARSHAN.COM

হে একাত্মীয়া বারেক দিলে যে সাহচর্যের ফুল
কখনও ছড়ালে গান
প্রাত্যহিকের পথে যেতে যেতে উৎরাই আর খাড়াই
স্পষ্ট ভেবেছ মাধুরী দু'একবার।

সে আমার প্রাণে, দীর্ঘ আয়ুর
চিরহরিতের দিনরজনীর গান থামে না একটিবার
নিষ্পলক সে চোখে তুমি চিরকাল
একটি সত্য কঠিন প্রাত্যহিকে।

তাই বারবার বলি যেয়ো না ভুলে
পুরানো গানের অনেকদিনের দীর্ঘজীবীর ফুল।

মাঘের সূর্যে কেটে যাবে অঘ্রাণ,
আশ্বিনে আর শ্রাবণে মিলবে গান,
বেদনোত্তর বেগে
ইতিবিশ্বাসে জিজীবিষা তাই প্রত্যহ অফুরান॥

নিতান্তই পিঁপড়ের ছড়া

(বুদ্‌দাভাই, ফাব্‌র, বেট্‌স, পাউণ্ডের জন্যে)

আমরা পিঁপড়েও বুঝি নই!
দেখি আর ভাবি চলে ঐ
দূর নীলে মেঘের আভাস।
প্রাণের বিজ্ঞানে দেখেছে কি
রৌদ্রভেদী মেঘের ইশারা?
তাই বটে। দূরে কাছে মেঘ বৈ
কেন লাল পিঁপড়ের সার?
দেখি মেঘে মেঘে বাঁধে ভারা
পিঁপড়েরও মিছিলের বাহার।

আমরা পাতালে প'চে বই
মনের গুমোট বারো মাস,
দেখি ঐ কাতারে কাতারে
পিঁপড়ের যাত্রা। খেলা সে কি?
প্রাণের তাগিদ ছাড়া চলে?
নিয়মেই এই মুক্ত মেলা,
প্রকৃত গরজে এই খেলা,
যেমন শিল্পীরা দেখে, কেউ
আঁকে বা গরজে গড়ে, বলে,
গায় বা বাজায়, লেখে কেউ
মনের গহনে প্রতিভাস।
আমরাই মৌমাছি নই
অথচ ভ্রমর, বাঁচি কৈ
ফুলে দেখি সর্বাঙ্গে পরাগ
গুঞ্জনে আনি, প্রতিদিন মরি।
অমরতা চন্দ্রলোকে ছার!
মর্ত্যলোকে মরি আপারগ,
এমন কি পিঁপড়েও নয়,

BANGLADARSHAN.COM

আমরা যে মানুষ অসার,
জেনেছি আঁতুড় ও মর্গ।

পিঁপড়েরা অনেক সজাগ
দেখে দূর মেঘের বাহার,
আর চলে লাখো সারে সার।

মানুষেই ফুঁ দেয় ফানুষ
মানুষেরই চাই যে প্রত্যয়।

BANGLADARSHAN.COM

কতিপয় বৈজ্ঞানিক ছড়া

আপেক্ষিক তত্ত্ব

তরুণী ছিলেন এক, নাম দীপ্তিবতী,
আলোকের চেয়ে দ্রুত ছিল তার গতি।
একদিন বেরোলেন অনন্ত যাত্রায়
আপেক্ষিক তত্ত্বের মাত্রায়,
এবং আগের রাত্রে ফিরলেন শ্রীমতী॥

(ডবলিউ, এচ, এলেন)

মেণ্ডেল-তত্ত্ব

এক যে ছোকরা ছিল, নাম তার স্টার্কি,
কালা কন্যার সঙ্গে করে সে ইয়ার্কি।
তার সে পাপের হল দান
যমজ না, চতুর্থ সন্তান–
কালা এক, ধলা এক, আর দুটি খাকি॥

BANGLADARSHAN.COM

(অনামিক)

স্বাধীন সংকল্প ও নিয়তিবাদ

আছিলা যুবক এক, চেঁচাল সে: ড্যাম্!
স্পষ্ট দেখা যায় আমি শুধু রামশ্যাম,
জীবমাত্র! চলি বিনাসর্তে
নিয়তির নিয়ন্ত্রিত বর্ত্মে,
বাস নই, বাস নই, ওরে আমি ট্রাম॥

কবিতার ধাঁধা

১

ভিতরে বাইরে সবই কালো,
চারকোণা, তার মধ্যে আলো (উনুন)

২

খুদে মেয়ে আনি এটিকোট্
পরণে যে শাদা পেটিকোট
নাকে লাল পটি এঁটে
যতোই সে থাকে দাঁড়িয়ে
ততো হয়ে যায় বেঁটে। (মোমবাতি)

৩

তিরিশটা শাদা ঘোড়া
লাল পাহাড়েতে চড়ে
এই শত কথা বলে
এই খটাখট্ চলে
এই স্থির-নাহি নড়ে। (দাঁত)

৪

লম্বা লম্বা ঠ্যাং
বাঁকা তার দুটো উরু
ছোট্ট একটা মাথা
নেই চোখ, নেই ভুরু। (চিমটে)

৫

দুধের মতোই, গেরস্ত দেয় ফেলে,
গরু খায়, আর খুশি হয়ে যায়, পেলে
ঘর-ছাড়া শত বাংলার মেয়ে-ছেলে। (ফ্যান)

৬

বেগ্‌নি, হলদে, সবুজ, লাল
রাজার হাতের বাইরে, আর

BANGLADARSHAN.COM

রানীও পায় না তার নাগাল,
নেড়াও পায় না–প্রতাপ যার
শুনি করে সারা দেশটা মাৎ।
বলো দেখি কিবা–গুণছি সাত। (রামধনু)

৭

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
নুলো বটে তবু রাজদুয়ার
সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুদো ভোগে–মজা এ বাংলার। (দুর্ভিক্ষ)

BANGLADARSHAN.COM

পাপুর জন্যে

অবাক বিস্ময়ে শিশু চোখ মেলে রেখে
বিচিত্র দুনিয়া দেখে, লিখে রাখে এঁকে,
যেমন বলতেন সেই এডোআর্ড লিআর:
দুনিয়া কি বিচিত্র: ডিআর! ও ডিআর!

ক্ষিপ্র হাতে এঁকে যেত ছোট ছেলে পাপু
ব্যস্ত হলে বলত হেসে: ভাই কিংবা বাপু!
অধীর হোয়ো না, হোক্ লাইনটা ক্লিআর্!

কিউ ভেঙে ধাক্কা দিলে, বলো আঁকব কি আর?

BANGLADARSHAN.COM

একটানা বর্ষা

কয়দিন একটানা বর্ষা
কবে যে আকাশ হবে ফর্সা!
মনে হয় খুব কষে'
আকাশেও গরু পোষে
গলির মোড়ের ঐ গয়লা,
আকাশে গোয়ালে সে কী ময়লা!

সূর্যের ভাঙা জীপ
সারাদিন টিপ্‌টিপ্‌
আকাশের রেশনিং যন্ত্রে
চলে কাণা বাহাদুর
কেঁদে কেঁদে আহা দূর
আমেরিকা হিংটিং মন্ত্রে
অনুবোমা ফেটে যদি
শুকোয় শূন্য নদী
চাল ডাল ঝরে রাজতন্ত্রে।
এদিকে যে গয়লা
চাল ডাল কয়লা
দুধ ও কাপড় পোরে অন্ত্রে!

একটানা চলেছেই বর্ষা
আকাশ না কপালটা ফর্সা।
গরু আর গরু নয়
মোটা আর সরু নয়
বাঁকা সোজা সব বুঝি একাকার।
সূর্য বিনা তো আর টেকা ভার॥

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM